দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 19 JUL 2017
পৃষ্ঠা : ৪ কলাম : ১

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

বাবুরাম সাপুড়ের 'সর্প' ও আমাদের উচ্চশিক্ষা

আমার কাছে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন ইংরেজি বিভাগের আমার এক অধ্যাপক বন্ধু। তিনি মাসখানেক আগে এক কলেজে ইংরেজির প্রভাষক পদে নিয়োগ পরীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন উপজেলা শহরে। বন্ধুটি বললেন, 'নিয়োগ বোর্ডে তিনি এবং ইউএনও ছাড়া সবাই ছিলেন স্থানীয়। প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২ জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাওয়া। ইউএনও ছেলেটি বেশ চৌকস, ইংরেজির ছাত্র ছিল। কথায় বোঝা গেল, তিনিও ভালো প্রার্থী নিয়োগ করার পক্ষে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের এক সদস্যের ভাইকে নিতে ইচ্ছুক। নির্বাচনী পরীক্ষায় দেখা গেল তাদের মনোনীত প্রার্থীর পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর সে দিতে পারেনি। আমি ইংরেজি ব্যাকরণের ২-৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, একটি প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দিতে পারেনি। তার প্রশ্নকে যদি সঠিক ধরতে হয়, তা হলে ন্যাসফিল্ড সাহেবকে সমাধি থেকে উঠে এসে নতুন করে ইংরেজি ব্যাকরণ লিখতে হবে। ইউএনও সাহেবেরও আমার মতোই ধারণা হলো ওই প্রার্থী সম্পর্কে।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা দুটি নাটকের নাম জানতে চাওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রার্থীর জবাব ছিল– ম্যাকবেথ এবং ইডিপাস (ইডিপাসের রচয়িতা গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিস)। এমন সব বিভ্রান্তিকর উত্তর দিচ্ছিল প্রার্থীরা।' অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "আমি সবচেয়ে বিস্মিত হলাম যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এক প্রার্থী জানাল The Waste Land কাব্যের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (আসলে টিএস এলিয়ট)। তবে আমি ও ইউএনও মত দিলাম, পরীক্ষায় মোটামুটি ভালো করেছে এক প্রার্থী, সে ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছে। কর্তৃপক্ষ অনড় তাকে নিয়োগ দেবে না। নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া গেল না, এ জন্য নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হলো। নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রার্থীদের পারফরম্যান্স দেখে আমার মনে হয়েছে, সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে' ছড়াটির কথা। আমাদের উচ্চশিক্ষার অবস্থা হয়েছে ওই ছড়ার বিষহীন সাপের মতো। নামে সাপ– ফোসফাস করে কিন্তু বিষ নেই। অর্থাৎ সাপের কোনো হিংস্র গুণাবলিই তার মধ্যে নেই।"

আমি বন্ধুটির গল্প শুনে বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি বললেন, "আমি আরেকটি ঘটনা বলছি আপনাকে। ইংরেজি সাহিত্য পড়াই বলে মনে হয় এসব আমার সামনেই আসে। এক দশক আগে আমার ছোট শ্যালিকার শ্বশুরবাড়ি গেছি। বিয়ের সময় দেশের বাইরে ছিলাম, বিয়েতে যাওয়া হয়নি। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে অগত্যা আমাকে সে যাত্রা সস্ত্রীক ছোট ভায়েরা ভাইয়ের বাড়ি জেলা শহরে যেতে হয়েছিল। ভায়েরা ভায়ের সঙ্গে গিয়েই পরিচিত হই তার এক আত্মীয়ের যমজ মেয়ে রাহেলা-কোমেলার সঙ্গে। ভায়েরা ভায়ের নিকট-আত্মীয় তারা। রাহেলা-কোমেলাদের বাবা ঠিকাদারি ব্যবসা করেন। শহরের উপকণ্ঠে বিশাল বাড়ি, মনে হলো ভদ্রলোক ঠিকাদারি ব্যবসা করে বেশ পয়সা-কড়ি করেছেন। রাহেলা-কোমেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ক'বছর আগে শহরে ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউট ক্যাম্পাস চালু হয়েছে– সেখানেই তারা ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে, চার সেমিস্টার শেষ করেছে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের বাবাও এসে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোক সদালাপী মানুষ। আমার পরিচয় জেনে খুব যেন খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'বড় দুঃখ, আমি নিজে স্কুলের গণ্ডি ডিঙাতে পারিনি, কিন্তু আমার এই মেয়ে দুটিকে উচ্চশিক্ষিত করতে চাই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হলো না, তাতে কী? নিজের শহরেই বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। ভর্তি করে দিলাম। সমাজের আমরা অনেকেই মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে উদাসীন। আমি কিন্তু নই। আমি তাদের উচ্চশিক্ষিত করে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আরও বললেন, হাতে লোক আছে, পড়ালেখা শেষ করলে ১০-২০ লাখ টাকা খরচ করে স্কুল-কলেজের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা, দুপুরে তার বাড়িতে দাওয়াত খেতে হলো। খাবারের আগে ভদ্রলোক মেয়ে দুটিকে ডেকে বললেন, 'ইনি তো বড় ইউনিভার্সিটির স্যার, পড়াশোনার ব্যাপারে তোদের কিছু জানার থাকলে জেনে নে, এ সুযোগ কি তোদের কখনো আসবে?'

রাহেলা-কোমেলা দুই বোন আমাদের কাছ থেকে কী শিখল জানি না। আমি কিন্তু অনেক কিছুই শিখলাম ওদের কাছে থেকে। মেয়ে দুটি ইংরেজি নিয়ে পড়ছে; আমার ধারণা ছিল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ কেউ হয়তো এই ক্যাম্পাসে শিক্ষকতা করতে আসেন। ঘটনা আদতে তা নয়। তাদের শিক্ষকরা বেশিরভাগ বিভাগীয় শহর থেকে আসেন। তারাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় আউট ক্যাম্পাসের ছাত্র ছিলেন এক সময়। শিক্ষকদের নাম জিজ্ঞেস করায় জানা গেল বেশ কয়েকজনের নাম। এই ক্যাম্পাসে শিক্ষকরা 'ভাইয়া' হিসেবেই পরিচিত, মেয়ে দুটির কথায় বোঝা গেল। যেহেতু রাহেলারা দুই বোন ইংরেজিতে পড়ে, তার পর আবার চারটি সেমিস্টার শেষ করেছে, পঞ্চম সেমিস্টার করছে, কৌতূহল নিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, শেক্সপিয়ারের কটি নাটক তাদের পড়ানো হয়েছে? মেয়ে দুটির চোখ-মুখ দেখে মনে হলো, শেক্সপিয়ারের নাম এই প্রথম শুনল তারা। জবাব না পেয়েও দ্বিতীয়বার বললাম, অনেক ইংরেজ কবির কবিতাই তো পড়ানো হয়েছে, কার কার কবিতা পড়েছ তোমরা? এবারও নীরব দুই বোন। কোমেলা চটপটে স্বভাবের মেয়ে, বলল, ভাইয়ারা নোট তৈরি করে দেন আমাদের। আমরা সেটাই পরীক্ষায় লিখে দিই। এর পর ওদের সঙ্গে পরে আর কোনো কথা হয়নি আমার।"

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বাড়াতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যতদূর জানা গেছে, ইউজিসি বেশকিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে– যার বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। একাডেমিক ক্ষেত্রে এ দুরবস্থা লাঘব করতে দক্ষ সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া আদতেই কোনো গত্যন্তর নেই

শুধু উচ্চশিক্ষা কেন? সব স্তরেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে অধোগতি পেয়েছে, তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। এক দশক আগের কথা, আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জিপিএ-৫ পাওয়া ১১ জন ছাত্রকে ইংরেজি বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল। প্রশ্নগুলো ছিল একবারেই সাধারণ মানের। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একজন ছাড়া আর কেউই আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেনি। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থায় ধস তো প্রায় সর্বত্রই। মধ্যযুগের শেষপর্বের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের লেখা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে আমার : 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।'

কবি বলতে চেয়েছেন নগরে আগুন লাগলে সবকিছুই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়– দোকানপাট, বাসগৃহ, সুরম্য প্রাসাদ সবকিছু। মন্দির-মসজিদ-গির্জাও বাদ যায় না। সবই পুড়ে নিঃশেষ হয়। দেশের বিশিষ্টজনদের কারো কারো অভিমত, আমাদের (বিশেষ করে) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষায় এখন যে ধস নেমেছে তাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সব একাকার হয়ে গেছে। সর্বত্রই ওই ধসের চিহ্ন। একটি জাতীয় দৈনিকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লিখেছেন, দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝি। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে বুক ফুলিয়ে গর্বও করি। কিন্তু বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। বিষয়টির জন্য নিবন্ধকার লজ্জা প্রকাশ করেছেন। উচ্চশিক্ষার প্রসঙ্গ এলেই আমরা কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গই তুলি। বলা হয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ব্যবসা করা, লেখাপড়ার মান নেই ইত্যাদি। স্বীকার করতেই হবে, উক্তিগুলো অনেকটাই সত্য। তবে অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন, দেশের কিছু কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনেক উন্নত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১ জুলাই একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত লেখায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এগিয়ে রয়েছে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।'

তবে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এক রকম নয়– এ কথা মানতেই হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বাড়াতে অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যতদূর জানা গেছে, ইউজিসি বেশকিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে– যার বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। একাডেমিক ক্ষেত্রে এ দুরবস্থা লাঘব করতে দক্ষ সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া আদতেই কোনো গত্যন্তর নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের জন্য আধুনিক ল্যাব অত্যাবশ্যক, লাইব্রেরিতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ সাম্প্রতিক সংস্করণের বইয়ের সংগ্রহ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে– সরকারি অনুমোদন পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা সমীচীন হবে না। কারণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে তো প্রতিনিয়ত বাড়ছে ভর্তি প্রার্থীর সংখ্যা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, এদের কতজনকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে? এটা বড় একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বটে। বিভিন্নজনের অভিমতের অনুবৃত্তিক্রমে আবার বলি, উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইতিবাচক হাওয়া বহাতে চাইলে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থার দিকেও সমভাবে নজর দিতে হবে।

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী : গবেষক ও অধ্যাপক, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালকের দপ্তর
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ..............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি. এস. পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক অফিসার	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞা.অর্থে